১০ই রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৪৮ হিজরী (সম্ভাব্য ২৪ই আগস্ট, ২০২৬ইং)
বাংলাদেশ জুড়ে ইউসি পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য

ফয়যানে মিলাদ ইজতিমার বয়ান

কায়েনাতের মুয়াল্লিম ﷺ

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ★... প্রিয় আক্বার মুয়াল্লিম হওয়ার শান
- ★... কুরআন শেখানো নবী
- ★... অন্তর বদলে দিলেন
- ★... জাতি এভাবেই গড়ে উঠে

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়তসমূহ ৪
তাঁর চেয়ে উত্তম মুয়াল্লিম কাউকে দেখিনি...!! ৫
প্রিয় আক্বার মুয়াল্লিম হওয়ার শান ৬
ফেরেশতারা ইলম শিখেছেন ৮
আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে ফয়যান দানকারী ১০
আমাকে মুয়াল্লিম বানিয়ে পাঠানো হয়েছে ১১
কুরআন শেখানো নবী ১১
মুয়াল্লিম হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয় ১২
লোকেদের কী হয়ে গেছে...? ১৩
প্রিয় আক্বার প্রশিক্ষণের ধরণ ১৫
অন্তর বদলে দিলেন ১৬
বোঝানোর একটি আধুনিক ধরণ ১৭
জাতি এভাবেই গড়ে ওঠে ১৯
পলক ফেলার আগেই চিন্তা বদলে দিলেন ২১
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: ফজরের জন্য জাগানো ২৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف (আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি দরুদে পাক প্রেরণ করো এবং দোয়ায় খুব চেষ্টা করো আর বলো: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাকে দরুদ শরীফ পড়া এবং দোয়ায় খুব চেষ্টা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, দোয়া এবং দরুদের মধ্যে পারস্পরিক খুব গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: দোয়া জমিন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলে থাকে, যখন দরুদে পাক পড়া হয় তখন তা উপরে উড়াল দেয়। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ১৪৫, হাদীস: ৪৮৬)**

ওলামায়ে কিরাম বলেন: দোয়ার উদাহরণ একটি পাখির মতো এবং দরুদ হলো তার শাহ ডানা (অর্থাৎ সবচেয়ে মজবুত ডানা)। এর মাধ্যমেই দোয়া আসমানের দিকে উড়াল দিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছায় এবং কবুল হয়। **(ফাযায়িলে দোয়া, পৃষ্ঠা: ৬৯)** অতএব আমাদের উচিত অধিক পরিমাণে দোয়া প্রার্থনা করা, কারণ দোয়া নিজেই ইবাদত বরং

ইবাদতের মগজ; আর প্রত্যেক দোয়ার শুরুতে ও শেষে দরুদে পাকও অবশ্যই পড়া উচিত, কারণ এটি সর্বোত্তম অযিফা। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله দোয়াসমূহ কবুল হবে।

جو اپنے کاموں کا اَنجام نیک چاہتے ہو
نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل

ہر ایک کام میں تم پیش تر، درود پڑھو
دعا کے اوّل و آخر اگر درود پڑھو

জো আপনে কামোঁ কা আঞ্জাম নেক চাহতে হো
হার এক কাম মেঁ তুম পেশ তর, দরুদ পড়ো
নবী কে সদকে তুমহারী মুরাদ হো হাসিল
দোয়া কে আউয়াল ও আখের আগর দরুদ পড়ো

(নূরে ঈমান, পৃষ্ঠা: ৫৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়তসমূহ

হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ৬৫, হাদীস: ১)**

হে আশিকানে রাসূল! ভালো ভালো নিয়তের মাধ্যমে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়। আসুন! বয়ান শোনার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই। নিয়ত করুন: ✯ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনব ✯ আদব সহকারে বসব ✯ গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব ✯ যা শুনব, তা মনে রাখার, নিজে আমল করার এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

তাঁর চেয়ে উত্তম মুয়াল্লিম কাউকে দেখিনি...!!

মুসলিম শরীফে রেওয়ায়ত, এর বর্ণনাকারী হলেন: সাহাবীয়ে রাসূল হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। তাঁর সাথে একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল, তিনি তাঁর সেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনার প্রেক্ষাপট এমন যে, ইসলামের শুরুর দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলার অনুমতি ছিল, এরপর আল্লাহ পাকের নির্দেশ এল এবং নামাযের ভেতরে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হলো।

এই যে নতুন নির্দেশ ছিল, হযরত মুয়াবিয়া বিন হাকাম সুলামী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই নতুন নির্দেশ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এখন ঘটনাটি এমন হলো; তিনি বলেন: একদিন আমি মসজিদে নববী শরীফে হাজির হলাম, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইক্তিদায় (অর্থাৎ তাঁর পেছনে) নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। নামায চলাকালীন এক ব্যক্তির হাঁচি এল। (যেহেতু তার চিন্তায় সেই পুরাতন নির্দেশই ছিল যে, নামাযে কথা বলা যায়, সুতরাং) তিনি বলেন: সেই ব্যক্তির হাঁচি এল তো আমি বলে দিলাম: یَرۡحَمُکَ اللّٰہ (আল্লাহ পাক তোমার প্রতি দয়া করুন)। ব্যস, আমার এই বলা মাত্রই চারপাশের সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমাকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখলেন। আমি বললাম: কী হয়েছে? তোমরা কঠোর দৃষ্টিতে কেন দেখছ? এখন তাঁরা আপন হাত নিজেদের উরুর উপর মারলেন; এখন আমি বুঝে গেলাম যে, তাঁরা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছেন। অতএব আমি চুপ হয়ে গেলাম।

তিনি বলেন: নামায শেষ হলো, সালাম ফেরানো হলো। এখন কী হলো? কায়েনাতের মুয়াল্লিম, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন...!!

আমার মাতা-পিতা তাঁর প্রতি উৎসর্গিত হোক, তাঁর চেয়ে বড় এবং সর্বোত্তম মুয়াল্লিম (শিক্ষাদানকারী, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী) না আমি আগে কখনো দেখেছি, না তাঁর পরে কাউকে দেখেছি। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ডাকলেন, না ধমকালেন, না মারলেন, না মন্দ কিছু বললেন; বরং অত্যন্ত কোমলতার সাথে ইরশাদ করলেন: নামাযে কথা বলে না, নামাযে তো আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে, তাকবীর বলে এবং কুরআনের তিলাওয়াত করে। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ১৯৯, হাদীস: ৫৩৭)**

نرمیِ خُوئے لِینَت پہ دَائم دُرود | گرمیِ شانِ سَطوَت پہ لاکھوں سلام

নরমীয়ে খুয়ে লীনাত পে দায়ীম দুরুদ
গরমিয়ে শানে সাতওয়াত পে লাখোঁ সালাম

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৩০৭)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ পাকের হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন গোলামদের উপর কোমলতা প্রদর্শনের সেই সূক্ষ্ম ও পবিত্র অভ্যাসের প্রতি সর্বদা রহমত অবতীর্ণ হোক এবং তাঁর প্রভাব ও প্রতাপের শান ও শওকতের প্রতি লক্ষ লক্ষ সালাম হোক।

প্রিয় আক্বার মুয়াল্লিম হওয়ার শান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অগণিত শান রয়েছে। এত শান

যে, আমাদের মতো অধমরা তো দূরের কথা; সৃষ্টি জগতের কেউ তাঁর শান গণনা করতে পারবে না। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

تیرے تو وَصف عیبِ تَناہی سے ہیں بَرِی | حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

তেরে তো ওয়াসফ এ্যয়বে তানাহী সে হে বারী
হায়রাঁ হুঁ মেরে শাহ মেঁ কিয়া কিয়া কহুঁ তুঝে

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৭৫)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ হে আমার মাহবুব আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার কত শান বর্ণনা করব...!! আমি কি সেই যোগ্য? রাব্বে রহমান আপনাকে এত শান দান করেছেন যে, আপনার গুণাবলী শেষই হয় না। শান শেষ হয়ে যাওয়াও একটি কমতি, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এই কমতি থেকেও পবিত্র রেখেছেন।

তাঁর এই শানগুলোর মধ্যে একটি হলো; মুয়াল্লিম হওয়ার শান। আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ✯ কায়নাতের সবচেয়ে বড় ✯ সবচেয়ে সুমহান মর্যাদাবান ✯ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ✯ সবচেয়ে অভিজ্ঞ মুয়াল্লিম।

হাদীসে পাকে রয়েছে: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূর সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। **(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, পৃষ্ঠা: ৬৪, হাদীস: ১৮)** হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টির ২০০০ বছর আগের কথা যে, يُسَبِّحُ ذٰلِكَ النُّوْرُ। নূরে মুস্তফা আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করত فَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهٖ অতঃপর ফেরেশতারা এই তাসবীহ শুনে তাসবীহ পাঠ করত।

(আশ শরীয়াহ লিল আজরী, ৩/১৪১৯, হাদীস: ৯৬০)

سُبْحٰنَ اللّٰه! জানা গেল; যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তখনও সৃষ্টি হননি, আমার ও আপনার আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই সময়ও মুয়াল্লিম ছিলেন। তিনি ফেরেশতাদের তাসবীহ শেখাতেন, ফেরেশতারা তাঁর থেকে শিখে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করত।

بے پڑھے عالم نے ہر عالم پہ علم القا کیے | علمِ غیبِ حق کے مَظْہر رَحْمَۃٌ لِّلْعَالَمِیْن

বেপড়ে আলিম নে হার আলিম পে ইলম ইলক্বা কিয়ে
ইলমে গাইবে হক কে মাজহার রাহমাতুল্লিল আলামীন

(কাবালায়ে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৯৫)

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যিনি বাহ্যিকভাবে কারো নিকট পড়েননি, তবুও তাঁর ইলমের শান হলো যে, তিনিই প্রত্যেক ইলম সম্পন্নকে ইলম দান করেছেন। তিনি তো আল্লাহ পাকের ইলমে গাইবের প্রকাশস্থল, সমস্ত জগতের জন্য রহমত।

ফেরেশতারা ইলম শিখেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন শানের মুয়াল্লিম যে, ফেরেশতারাও তাঁর নিকট ইলমের বিষয় জিজ্ঞাসা করে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঈমানদীপ্ত রেওয়ায়ত শুনুন! আল্লামা ওমর বিন আহমদ আফেন্দী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কাসিদায়ে বুরদা শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেন: নৈকট্যশীল ফেরেশতারা ১ হাজার বছর ধরে কিছু মাসয়ালা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করছিলেন কিন্তু তাঁদের সেই মাসয়ালাগুলো সমাধান হচ্ছিল না। তাঁদের সেই মাসয়ালাগুলো মেরাজের রাতে সমাধান হয়েছিল। তা কীভাবে? হাদীসে পাকে রয়েছে: প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি আমার প্রতিপালককে সুন্দররূপে

দেখেছি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে মাহবুব (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! নৈকট্যশীল ফেরেশতারা কোন মাসয়ালা নিয়ে তর্ক করছে? আমি আরয করলাম: ইয়া আল্লাহ পাক! আপনিই ভালো জানেন। অতঃপর রব্বে কায়নাত আমার উপর নেয়ামত প্রদান করলেন, আমাকে ইলম দান করলেন, তখন আমি আরয করলাম: ইয়া আল্লাহ পাক! ৪টি মাসয়ালা রয়েছে, যা ফেরেশতারা সমাধান করতে পারছে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি সত্য বলেছেন। এখন আল্লাহ পাক নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের ইরশাদ করলেন: يَا مَلَائِكَتِي! وَجَدْتُّمْ حَلَّالَ الْمُشْكِلَات হে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সমস্যা সমাধানকারীকে পেয়ে গেছো; فَاسْئَلُوْا اَشْكَالَكُمْ অর্থাৎ সেই মাসয়ালাগুলো যা তোমরা সমাধান করতে পারছিলে না, আজ আমার মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সেই মাসয়ালাগুলো জিজ্ঞাসা করে নাও...!

(আসীদাহ শরহে কাসিদায়ে বুরদাহ, পৃষ্ঠা: ২৩৬-২৩৭)

سُبْحٰنَ الله! সেই দ্বীনি মাসয়ালাগুলো যা ফেরেশতারা ১ হাজার বছর ধরে চিন্তা করেও কোনো সমাধান পাচ্ছিলেন না, আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, মাক্কী-মাদানী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাত্র কয়েক মুহূর্তেই ফেরেশতাদের মাসয়ালাগুলো সমাধান করে দিলেন! জানা গেল আমাদের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন শানের মুয়াল্লিম যে, ফেরেশতাদেরও ইলম শেখান।

اے رحمتِ عالم تیری رحمت کے تَصَدُّق | ہر ایک نے پایا ترا صدقہ شبِ معراج

এ্যয় রহমতে আলম তেরী রহমত কে তাসাদ্দুক
হার এক নে পায়া তেরা সদকা শবে মেরাজ

আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে ফয়যান দানকারী

একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হাদীসে পাক। একবার কায়েনাতের মুয়াল্লিম, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে প্রশ্ন হলো: مَتٰى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনাকে নবুয়তের মুকুট কখন দান করা হয়েছে? ইরশাদ করলেন: وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ অর্থাৎ যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام তখনও রূহ ও শরীরের মাঝখানে (সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায়) ছিলেন, তার আগেই আমাকে নবুয়তের মুকুট দান করা হয়েছে। **(তিরমিযী, পৃষ্ঠা: ৮২৫, হাদীস: ৩৬১৮)**

এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় আলেমগণ এই বিষয়টি লিখেছেন যে, আমাদের আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দুনিয়ায় তাশরীফ আনেননি, আলমে আরওয়ায় তাশরীফ অবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ও রূহানীভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে ফয়যান পৌঁছাচ্ছিলেন। **(ফুতুহাতে মক্কীয়া, ১/২১৪)**

سب سے اَولیٰ واعلیٰ ہمارا نبی	سب سے بالا وَوالا ہمارا نبی
خلق سے اَولیا اَولیا سے رُسل	اور رَسولوں سے اَعلیٰ ہمارا نبی
ملکِ کونین میں اَنبیا تاجدار	تاجداروں کا آقا ہمارا نبی

সব সে আউলা ও আ'লা হামারা নবী
সব সে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী
খলক্ব সে আউলিয়া, আউলিয়া সে রুসুল
আওর রুসুলোঁ সে আ'লা হামারা নবী
মুলকে কাউনাইন মেঁ আম্বিয়া তাজেদার
তাজদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৮-১৩৯)

আমাকে মুয়াল্লিম বানিয়ে পাঠানো হয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন; তাঁর আগমনের একটি মৌলিক উদ্দেশ্যও মুয়াল্লিম হওয়া। তিনি নিজেই ইরশাদ করেছেন: بُعِثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ আমাকে মুয়াল্লিম বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

(ইবনে মাজাহ, পৃষ্ঠা: ৫০, হাদীস: ২২৯)

কুরআন শেখানো নবী

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

اَرْسَلْنَا فِیْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ یَتْلُوْا عَلَیْكُمْ اٰیٰتِنَا وَ یُزَكِّیْكُمْ وَ یُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵۱﴾

(পারা: ০২, সূরা: বাকারা: ১৫১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করেছি একজন রাসূল তোমাদের মধ্য থেকে, যিনি তোমাদের উপর আমার আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন, তোমাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও পরিপক্ক জ্ঞান শিক্ষা দেন আর তোমাদের সেই শিক্ষা দান করেন, যার জ্ঞান তোমাদের ছিলোনা।

অর্থাৎ হে মুসলমানরা...!! আল্লাহ পাকের তোমাদের উপর বড় পুরস্কার হয়েছে যে, রব্বে রহমান তোমাদের মাঝে আপন মাহবুব নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে পাঠিয়েছেন। তিনি আপাদমস্তক রহমতই রহমত। এমনিতেও মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তোমাদের উপর লক্ষ লক্ষ অনুগ্রহ রয়েছে, তবে কিছু অনুগ্রহ একদম সুস্পষ্ট; (১) একটি হলো যে, তিনি তোমাদের নিকট রবের আয়াতসমূহ পৌঁছান, তোমাদের আয়াত পড়ে

শোনান, পড়া শেখান, তোমাদের শব্দগুলো সহীহ করান এবং তিলাওয়াতের আদবও বলেন। (২) এর পাশাপাশি তিনি তোমাদের ✯ মন্দ আকিদা থেকে ✯ মন্দ চরিত্র থেকে ✯ মন্দ অভ্যাস থেকে ✯ মোটকথা জাহেরী ও বাতেনী রোগব্যাধি থেকে পবিত্র করেন। (৩) তিনি তোমাদের কুরআনে করীমের রহস্যও বোঝান। (৪) এবং তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার সেই সব বিষয় বলেন, যা থেকে তোমরা বেখবর ছিলে।

(তাফসীরে নঈমী, পারা: ২, সূরা: বাকারা, ১৫১নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৬৬-৬৭)

মুয়াল্লিম হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুয়াল্লিম হয়ে তাশরীফ এনেছেন; এর মধ্যে আমাদের জন্য উৎসাহ রয়েছে। আমাদেরও উচিত যে, মুয়াল্লিম হওয়ার চেষ্টা করা, ইলমে দ্বীন শেখা এবং অন্যদের শেখানো। রেওয়ায়তে রয়েছে: كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَّبِعًا অর্থাৎ ✯ আলিম হও ✯ অথবা ছাত্র হও ✯ অথবা তাঁদের ভালবাসা পোষণকারী হও ✯ অথবা তাঁদের অনুসারী হও। **(জামে বয়ানু আলিমে ওয়া ফাযলিহী, ১/১৫৪, হাদীস: ১৪২)**

জানা গেল আমাদের এই চারটির মধ্যে একটি অবশ্যই হতে হবে। হয় আলিম হতে হবে, নয় ছাত্র, নয় আলেমদের আশিক অথবা তাঁদের কথা মান্যকারী। কিছু রেওয়ায়তে রয়েছে: এই ৪টি ছাড়া পঞ্চম কিছু হয়ো না নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে। (কাশফুল খাফা, পৃষ্ঠা: ১৩৪, হাদীস: ৪৩৭)

ہم کو علمائے اہل سنت سے پیار ہے | اِنْ شَآءَ اللّٰه اپنا بیڑا پار ہے

হাম কো ওলামায়ে আহলে সুন্নাত সে পেয়ার হে
ইনশাআল্লাহ আপনা বেড়া পার হে

লোকেদের কী হয়ে গেছে...?

আরবের একটি গোত্র ছিল: আশআর। হযরত আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বিখ্যাত সাহাবী, তিনি এই গোত্রেরই ছিলেন। এই গোত্রের লোকেরা অনেক বড় বড় আলিম, ফক্বীহ, কুরআন বিশেষজ্ঞ এবং শরয়ী আহকাম ও মাসয়ালা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। তাঁদের প্রতিবেশী হিসেবে একটি গোত্র বাস করত যারা আলিম ছিল না। আশআর গোত্রের লোকেরা তাদের ইলমে দ্বীন শেখাতো না, আবার তারাও তাদের নিকট থেকে শিখত না; অর্থাৎ উভয় গোত্রের শেখা-শেখানোর প্রতি কোনো মনোযোগ ছিল না।

অতএব একবার এমন হলো যে, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মিম্বরের উপর তাশরীফ আনলেন, আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন, এরপর ইরশাদ করলেন: مَا بَالُ اَقۡوَامٍ...!! لَا یُفَقِّهُوۡنَ جِیۡرَانَهُمۡ وَلَا یُعَلِّمُوۡنَهُم وَلَا یَعِظُوۡنَهُمۡ وَلَا یَاۡمُرُوۡنَهُمۡ وَلَا یَنۡهَوۡنَهُمۡ অর্থাৎ সেই জাতির কী হয়েছে? তারা আপন প্রতিবেশীদের দ্বীনের বুঝ শেখায় না, ইলমে দ্বীন শেখায় না, তাদের নসীহত করে না, তাদের নেকীর নির্দেশ দেয় না, মন্দ থেকে বারণ করে না? وَ مَا بَالُ اَقۡوَامٍ لَا یَتَعَلَّمُوۡنَ مِنۡ جِیۡرَانِهِمۡ وَلَا یَتَفَقَّهُوۡنَ وَ لَا یَتَّعِظُوۡنَ আর অন্য জাতিরই বা কী হয়েছে? তারা আপন প্রতিবেশীদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের বুঝ নেয় না, তাদের নিকট থেকে নসীহত গ্রহণ করে না...!! অতঃপর তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দৃঢ়তার সাথে ইরশাদ করলেন: আল্লাহর শপথ! হয় তো এই লোকেরা তাদের প্রতিবেশীদের ইলমে দ্বীন শেখাবে, তাদের দ্বীন বোঝাবে, তাদের নসীহত করবে, নেকীর নির্দেশ দেবে, মন্দ থেকে বারণ করবে এবং তাদের

প্রতিবেশীরা তাদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন শিখবে, দ্বীন বুঝবে, নসীহত নেবে; اَوْ لَاُعَاقِبَنَّهُمُ الْعُقُوْبَةَ নতুবা যদি তারা এমন না করে তবে আমি কঠোর শাস্তি দিয়ে তাদের চিকিৎসা করব।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃষ্ঠা: ৫৯, হাদীস: ৭)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এগুলো রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শব্দ। তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত জগতের জন্য রহমত, তাঁর চেয়ে বড় দয়ালু আর কেউ হতে পারে না; এতদসত্ত্বেও তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন দেখলেন যে, একটি জাতি রয়েছে, যারা ইলমওয়ালা অথচ ✯ অন্যদের ইলমে দ্বীন শিখায় না ✯ বোঝায় না ✯ এবং তাদের দেখে তাদের অন্তরে কোনো ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় না। অন্যদিকে অন্য একটি জাতি রয়েছে, যারা ইলমে দ্বীন অর্জনই করছে না; অর্থাৎ তাদের এই দিকে মনোযোগ নেই, অন্যদের ইলম অর্জন করতে দেখছে, ইলমে দ্বীনের আলোচনা করতে দেখছে অথচ নিজে শেখার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে না, প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং পরিষ্কার বলে দিলেন; হয় তোমরা শেখা-শেখানো শুরু করবে নতুবা কঠোর শাস্তির মাধ্যমে তোমাদের চিকিৎসা করা হবে।

اَللّٰهُ! اَللّٰهُ! এটি প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষা...!! ইলমে দ্বীন শিখতেও হবে, শেখাতেও হবে এবং এর ব্যাকুলতাও নিজের ভেতরে সৃষ্টি করতে হবে। রেওয়ায়তে রয়েছে: যখন আশআর গোত্রের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই শাহী ফরমান শুনলেন তখন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন, আরয করলেন: ইয়া

রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এক বছরের সময় দিন! এক বছরে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের ইলমে দ্বীন শিখিয়ে দেব।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, পৃষ্ঠা: ৫৯-৬০, হাদীস: ৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নিজেদের মাঝে এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে হবে। যদি আমাদের ফরয ইলম জানা না থাকে তবে অবশ্যই শিখতে হবে, আর যদি জানা থাকে তবে অন্যদের শেখাতে হবে। আমাদের যত পরিচিত মানুষ আছে, বরং সমস্ত মুসলমানই তো পরস্পরের ভাই, অপরিচিত তো কেউ নয়, ব্যস যার নিকট আমাদের পৌঁছানোর সুযোগ আছে, দু'টির একটি কাজ তার যিম্মায় অবশ্যই লাগাতে হবে, হয় তাকে ইলমে দ্বীন শেখার কাজে লাগিয়ে দিতে হবে নতুবা তাকে শেখানোর কারিগর বানাতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের এই কাজ করা তাওফীক নসীব করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

مجھے دے خود کو بھی اور ساری دنیا والوں کو | سدھارنے کی تڑپ اور حوصلہ یارب!

মুঝে দে খুদ কো ভী আওর সারী দুনিয়া ওয়ালোঁ কো
সুধারনে কী তড়প অওর হৌসলা ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় আক্বার প্রশিক্ষণের ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কায়েনাতের মুয়াল্লিম। তাঁর পড়ানোর, বোঝানোর এবং মানুষের নিকট দ্বীন পৌঁছানোর মুবারক ধরণ কেমন ছিল? এই প্রসঙ্গে সীরাতে পাক কেমন ছিল? আসুন কয়েকটি রেওয়ায়াত শুনি:

অন্তর বদলে দিলেন

রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, এক যুবক রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন! তা শোনা মাত্রই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং তাকে মারতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাকে মেরো না! এরপর তাকে নিজের কাছে ডেকে বসালেন এবং অত্যন্ত কোমলতা ও স্নেহের সাথে প্রশ্ন করলেন: ✯ হে যুবক! তুমি কি পছন্দ করো যে, তোমার মায়ের সাথে কেউ এমন কাজ করুক? সে আরয করল: আমি এটি কীভাবে জায়িয মনে করতে পারি? ইরশাদ করলেন: তবে অন্য মানুষও তাদের মায়ের ব্যাপারে এটি কীভাবে জায়িয মনে করতে পারে? ✯ এরপর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার মেয়ের সাথে যদি এমন করা হয় তবে কি তুমি তা পছন্দ করবে? আরয করল: না। ✯ ইরশাদ করলেন: যদি তোমার বোনের সাথে কেউ এমন আচরণ করে তবে? ✯ আর যদি তোমার খালার সাথে করে তবে? ✯ এভাবেই তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, সে এটাই বলতে থাকল যে, পছন্দ করি না। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার বুকের উপর হাত রেখে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন: হে ইলাহী! তার অন্তরকে পবিত্র করো এবং তার গুনাহ ক্ষমা করো। এরপর সেই যুবক সারা জীবন ব্যভিচার থেকে বিমুখ ছিল। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯/১৮৪, হাদীস: ২২৮৪৭)**

سُبْحٰنَ اللهِ! আমার প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান কী চমৎকার...!! কত সুন্দর পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলেন। এই

রেওয়ায়তে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত ও স্নেহও লক্ষ্য করুন, যখন সেই যুবক এমন প্রশ্ন করল তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان রেগে গেলেন, তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন; কিন্তু রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কায়েনাতের মুয়াল্লিম, দোজাহানের রহমত, তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উপর কঠোরতা করা মোটেও পছন্দ করলেন না। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কেও বারণ করলেন এবং নিজে অত্যন্ত কোমলতা ও ভালবাসার সাথে বোঝালেন, যাতে তার মাসয়ালাটি বুঝে আসে।

سچی بات سکھاتے یہ ہیں	سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں
اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں	کون بنائے بناتے یہ ہیں
بندے کرتے ہیں کام غضب کے	مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں

সীধী রাহ দিখাতে ইয়ে হে	**সাচ্চী বাত শিখাতে ইয়ে হে**
কৌন বানায়ে বানাতে ইয়ে হে	**আপনী বনী হাম আপ বিগাড়েঁ**
মুঝদা রযা কা সুনাতে ইয়ে হে	**বান্দে করতে হে কাম গযব কে**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বোঝানোর একটি আধুনিক ধরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আধুনিক সাইকোলজিতে অন্যদের প্রশিক্ষণের একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাকে বলা হয়: স্থানান্তর (Transference)। এর অর্থা হলো: ঢলে পরা। এই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির যিনি মুয়াল্লিম হন, তিনি সম্বোধিত ব্যক্তির সাথে একটি আবেগীয় টান তৈরি করেন। যেমন নিজেকে সম্বোধিত জনের জন্য একজন পিতার স্থানে

নিয়ে যান; তার অন্তরে এমন ভালবাসা জাগ্রত করেন, যা একজন ছেলের আপন পিতার প্রতি থাকে। এরপর এই আবেগীয় টানের মাধ্যমেই সম্বোধিত জনের প্রশিক্ষণ করেন এবং ইলম শিখিয়ে তাকে সঠিক পথের মুসাফির বানিয়ে দেন। এখন চিন্তা করুন! মনোবিজ্ঞানে এই পদ্ধতিটি এখন আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কত শতাব্দী আগে আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যবহারিকভাবে আমাদের শিখিয়েছেন যে, যখন কাউকে বোঝাতে হবে, ইলমে দ্বীন শেখাতে হবে, প্রশিক্ষণ করতে হবে, তখন এই সুন্দর ঢঙে করো, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি তোমাকে আপন হিতাকাঙ্ক্ষী মেনে নেয়। যখন সে তোমাকে আপন হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করবে, তখন সে তোমার কথাও বুঝবে এবং তোমার কথা মেনে এর উপর আমলও করতে শুরু করবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও অন্যদের বোঝানোর সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। ✯ বয়ান করি ✯ দরস দিই ✯ কাউকে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাই ✯ ঘরে বাচ্চাদের প্রশিক্ষণ করি ✯ প্রতিবেশীকে বোঝাই ✯ ছোট ভাইদের বোঝাই, তবে উচিত হলো যে, এমন ভালবাসাময় ধরণ অবলম্বন করা, এত কোমলতা ও ভালবাসার সাথে বোঝানো, যাতে সম্বোধিত জন আমাদের আপন হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে। যখন সে আমাদের আপন হিতাকাঙ্ক্ষী মানবে, তবে اِنْ شَآءَ الله আমাদের কথায় প্রভাবও আসবে এবং বোঝানোর ইতিবাচক সুফলও মিলবে।

জাতি এভাবেই গড়ে ওঠে

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যাঁর আর্থিক অবস্থা খুব দুর্বল ছিল, তিনি একদিন প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হয়ে সাহায্যের আবেদন করলেন। (তিনি যদিও আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু;

بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے

বে-খবর হো জো গুলামোঁ সে ওয়হ আক্বা কিয়া হে

গাইবের সংবাদ প্রদানকারী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জানতেন যে, তার আসল প্রয়োজন সম্পদ নয় বরং অন্য কিছু)। অতএব ইরশাদ করলেন: তোমার ঘরে কি কোনো কিছু নেই? আরয করল: আমাদের নিকট একটি চাটাই আছে যার অর্ধেক আমরা নিচে বিছাই আর অর্ধেক গায়ে দেই এবং একটি পেয়ালা আছে যাতে আমরা পানি পান করি। ইরশাদ করলেন: যাও! দুটি জিনিসই নিয়ে এসো! সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘরে গিয়ে চাটাই ও পেয়ালা নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘোষণা করলেন: কে এই জিনিসগুলো কিনবে? একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: হুযূর! আমি এক দিরহামের (রূপার মুদ্রা) বিনিময়ে কিনব। ইরশাদ করলেন: আর কেউ আছে যে, এর চেয়ে বেশি দাম দেবে? অন্য একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হুযূর! আমি ২ দিরহামের বিনিময়ে কিনব। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উভয় জিনিস সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিলেন, ২ দিরহাম গ্রহণ করলেন এবং এর আসল মালিককে দিরহাম দিয়ে ইরশাদ করলেন:

বাজারে যাও, এক দিরহামের খাবার সামগ্রী কিনো, ঘরে পৌঁছাও; অন্য দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কেনো এবং তা আমার নিকট নিয়ে এসো! সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দ্রুত বাজারে গিয়ে খাবার কিনলেন, ঘরে পৌঁছালেন, কুড়াল কিনলেন এবং প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজির হলেন। হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাত দিয়ে সেই কুড়ালে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন, আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: জঙ্গলে যাও, কাঠ কাটো এবং বাজারে বিক্রি করো! ১৫ দিন পর্যন্ত আমাকে দেখা দেবে না। আনসারী সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কুড়াল নিয়ে চলে গেলেন। ১৫ দিন পর ফিরে এলেন তো তার হাতে ১০ দিরহাম ছিল। নবীয়ে রহমত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দেখে খুশি হলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি মানুষের নিকট চাও আর সেই চাওয়ার বিষয়টি কাল কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় দাগ হয়ে ফুটে উঠুক, এর চেয়ে তোমার আপন হাতে উপার্জন করে খাওয়া অনেক বেশি ভালো। **(আবু দাউদ, পৃষ্ঠা: ২৬৯, হাদীস: ১৬৪১)**

اَللّٰہ! اَللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হলেন কায়েনাতের মুয়াল্লিম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم...!! কী অনন্য শান...!! ✯ সেই প্রিয় সুন্দর হাত মুবারক যাঁর ইশারায় কায়েনাত চলে ✯ এই হাত মুবারক উঠে গেলে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে যায় ✯ অস্ত যাওয়া সূর্য ফিরে আসে ✯ হাত তুললে মেঘ জমা হয়ে যায় ✯ দূর্ভিক্ষ দূর হয় এবং বৃষ্টি ঝরতে থাকে ✯ সেই মুবারক হাত যা রোগীর গায়ে স্পর্শ করলে শিফা অর্জিত হয়ে যায় ✯ প্রাণহীনকে স্পর্শ করলে প্রাণ ফিরে আসে, সেই প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন এই হাত দিয়ে আপন সাহাবীর জন্য কুড়ালে হাতল লাগিয়ে দিচ্ছেন।

سُبْحٰنَ اللّٰه! জাতি তো এমনেই গড়ে উঠে না...!! পরিশ্রম লাগে। সেই মানুষগুলো যাদের দুনিয়া মেষপালক বলে নগণ্য মনে করত, সেই সমাজ যাকে তাচ্ছিল্যের নজরে দেখা হতো, সেই যুগ যাকে জাহেলী যুগ বলা হতো, প্রিয় আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উঠিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদের নেতা বানিয়ে দিলেন। এই যে এত বড় বিপ্লব এল, তা তো এমনেই আসেনি; নিশ্চয়ই এতে কায়েনাতের মুয়াল্লিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দক্ষতা, রহমত ও স্নেহের প্রভাব রয়েছে।

کس نے ذروں کو اُٹھایا اور صحرا کر دیا | کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا
کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دُرِّ یتیم | اَور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا

কিস নে যররোঁ কো উঠায়া অওর সেহরা কর দিয়া
কিস নে কতরোঁ কো মিলায়া অওর দরিয়া কর দিয়া
কিস কী হিকমত নে এতীমোঁ কো কিয়া দুররে এতীম
অওর গুলামোঁ কো যমানে ভর কা মাওলা কর দিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

পলক ফেলার আগেই চিন্তা বদলে দিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পড়ানোর, বোঝানোর এবং ইলমে দ্বীন শেখানোর সুন্দর ধরণ কেমন ছিল, তার আরও একটি ঘটনা শুনুন! বুখারী শরীফে রেওয়ায়াতে রয়েছে: একবার এক গ্রাম্য ব্যক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করল: আমার ঘরে এমন একটি শিশুর জন্ম হয়েছে, যার চেহারা ও রং আমার

সাথে মিলে না, সুতরাং আমার ধারণা এই শিশুটি আমার নয়। প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার কি উট আছে? সে বলল: জ্বি হ্যাঁ! অনেকগুলো আছে। ইরশাদ করলেন: কোন রঙের? বলল: লাল রঙের। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আবার জিজ্ঞাসা করলেন: এই উটগুলোর মধ্যে কি কোনো ধূসর রঙের উটও আছে? সে বলল: জ্বি হ্যাঁ! কিছু উট ধূসর রঙেরও আছে। ইরশাদ করলেন: বলো তো লাল উটের বংশে ধূসর রঙের উট কীভাবে এল? গ্রাম্য লোকটি আরয করল: লাল উটগুলোর বাপ-দাদাদের মধ্যে হয়তো কোনো ধূসর রঙের উট ছিল, তার রক্ত তাকে আপন রঙে টেনে নিয়েছে। তা শুনে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তবে এটিও তো সম্ভব যে, তোমার বাপ-দাদাদের মধ্যেও কালো রঙের কেউ ছিল, তার রক্ত তোমার সন্তানকে আপন রঙে টেনে নিয়েছে, এজন্যই এই শিশুটি এমন হয়েছে। **(বুখারী, পৃষ্ঠা: ১৩৬২, হাদীস: ৫৩০৫)**

سُبْحٰنَ اللهِ! আশ্চর্যের বিষয়, কত অনন্য পন্থা! সেই গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর খেদমতে কত বড় এক সংশয় নিয়ে এসেছিলো। আমাদের এখানেও এমন হয়, অনেক সময় সম্বোধিত জন এমন প্রশ্ন করে বসে যে, বোঝাই যায় না তাকে কীভাবে বোঝাব, তার মন কীভাবে ঠিক করব...!! কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! কায়েনাতের মুয়াল্লিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি। তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য পাওয়া তো অনেক মহান বিষয়। মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন:

اَے لِقَائے تُو جَوَابِ ہَر سُوَال

আয় লিক্বায়ে তু জওয়াবে হার সাওয়াল

মর্মার্থ: অর্থাৎ হে সেই সত্তা, যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা, যাঁর নূরানী চেহারা যিয়ারত করাই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর হয়ে যায়।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কত সহজ পন্থা, সেই গ্রাম্য লোকটির মানসিক স্তর অনুযায়ী একদম সাধারণ উদাহরণ দিয়ে তার সংশয় দূর করে দিলেন, তার মনে উঠা সন্দেহগুলো দূর করে দিলেন! আল্লাহ পাকের কুদরতও বুঝিয়ে দিলেন, চিন্তাধারা বদলে দিলেন এবং একটি সাজানো সংসার ভাঙন থেকে রক্ষা করলেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়যান নসীব করো। আমাদেরও উচিত ✯ সাধারণ উদাহরণ দিয়ে ✯ ঘটনা শুনিয়ে ✯ হাদীস শুনিয়ে ✯ কুরআনে করীমের আয়াত শুনিয়ে খুব সুন্দর পন্থায় ✯ কোমলতার সাথে অন্যদের বোঝানো ✯ ইলমে দ্বীন শেখা ✯ এবং অন্যদের ভালবাসার সাথে শেখানো। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله নিজের প্রশিক্ষণও হবে, কৌশলী মনোভাব আসবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে একজন একজন করে পুরো সমাজও সংস্কার হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ: ফজরের জন্য জাগানো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেক নামাযী হতে, অন্তরকে কোমল করতে এবং আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসায় অন্তর আলোকিত করতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের

সাথে সম্পৃ হয়ে যান! ১২টি দ্বীনি কাজেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন! اِنْ شَآءَ الله দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক কল্যাণ নসীব হবে। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো: ফজরের জন্য জাগানো।

ফজরের নামাযের জন্য জাগানো সুন্নাতে মুস্তফা; ✯ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের জন্য যাওয়ার পথে ঘুমন্তদের জাগাতেন। **(আবু দাউদ, পৃষ্ঠা: ২০৮, হাদীস: ১২৬৪)** ✯ মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারূকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ধরণও এমনই ছিল। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/২৪৪, হাদীস: ১২৪০)** এবং ✯ মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও এই সুন্দর সুন্নাতের উপর আমলকারী ছিলেন। **(তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা: ১১২)**

❖ আপনারাও এই সুন্নাত গ্রহণ করুন! ফজরের নামাযের জন্য জাগান! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত অর্জিত হবে ✯ অন্যদের জাগালে নিজেও ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হবে ✯ খুব সকালে নেকির দাওয়াত প্রসার করার সাওয়াব অর্জিত হবে ✯ আপনার জাগানোর ফলে যত মানুষ নামায পড়বে, তাদের সবার নামাযের সাওয়াব তারাও পাবে এবং اِنْ شَآءَ الله আপনার আমলনামায়ও লেখা হবে ✯ খুব সকালে হাঁটার সুযোগ মিললে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ✯ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো যে, মসজিদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাবে। একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা: আমরা শীতকালে ফজরের জন্য জাগানো শুরু করলাম, তো এত নামাযী বেড়ে গেল যে, মসজিদের আঙিনায় সামিয়ানা টাঙাতে হলো। سُبْحٰنَ الله!

কোনো কঠিন কাজ নয়; জামাআতের সময় থেকে ২০-২৫ মিনিট আগে উঠে যান! ফজরের নামাযের জন্য তো যেতেই হবে, ডাক দিতে দিতে যান! মসজিদেও পৌঁছে যাবেন এবং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সাওয়াবও মিলে যাবে। নিয়ত করে নিন! اِنْ شَآءَ الله ফজরের নামাযের জন্য জাগাব।

আল্লাহ পাক আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد